গাংনীর আব্দুল আলীম হত্যা মামলায় পিতা-পুত্র গ্রেফতার

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাংনীর পল্লী মহম্মদপুর গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল আলীম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি সেন্টু ও ৬ নং আসামি তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদুকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আজ শুক্রবার (১২ মে) দুপুরের দিকে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার(১১ মে) বিকালের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার কাতলামারী গ্রামে তার আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত সেন্টু মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি এবং তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদু এই মামলার ৬ নং আসামি।
গত মাসের শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহাম্মদপুর গাইন পাড়া এলাকায় বিরোধপূর্ণ জমিতে আব্দুল আলীমকে হত্যা করে।

গত মাসের (২৮ এপ্রিল) সকালে চাচা খলিলুর রহমানকে দিয়ে আব্দুল আলীমকে মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। যেখানে আব্দুল কাদেরের ছেলে বান্টু, আব্দুল হান্নান, সুদু ও তার ছেলে সেন্টু, আব্দুল হান্নানের ছেলে রাশেদ, ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহম্মেদ দেশিয় অস্ত্র হাসুয়া, রামদা, ফলা, ঢাল নিয়ে সেই জমিতে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকে। আব্দুল আলীম ওই মাঠে পৌঁছানো মাত্রই তারা সবাই মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে যায়।
এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার কয়েক দিন পর আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করেন গাংনী থানা পুলিশ। এনিয়ে ৩ আসামি গ্রেফতার হলো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৮

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে নিয়মিত ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১১ মে) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জিআর মামলায় ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ্
◌ে

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮

আসামি গ্রেফতার করেছেন।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে পুরাতন মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন, মেহেরপুর সদর থানা ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৫ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আসামিদের আজ শনিবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ২ আসামি গ্রেফতার করেছে পুলিশ

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে দুই আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে মাদক মামলার ১ ও হত্যা মামলার ১ আসামি।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে গ্রেফতার ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে হত্যা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে এক গ্রাম হেরোইনসহ

মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইনসহ শাহাবুদ্দীন শেখ (৪০) কে আটক করেছে। শাহাবুদ্দীন শেখ মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া এলাকার মোনাজাত আলীর ছেলে।

মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম শুক্রবার দিবাগত সাড়ে ১১ টার দিকে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইনসহ তাকে আটক করেন।

এঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১)সারণীর ৮(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ৪০, তারিখ ২৮/০৪/২৩ ইং।

মেহেরপুরে ৯৭ বোতল ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ দুইজন আটক

৯৭ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজ পাড়া এলাকার মাহাবুবুল হকের ছেলে সাব্বির হোসেন (২৬) ও ফুলবাগান পাড়া এলাকার মহসিন আলীর ছেলে নাজমুল সাদাত ওরফে শুভ (২৭)।

শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্ত্বিতে তেরোঘরিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে ৯৭ বোতল ফেনসিডিল ও এক কেজি গাঁজাসহ আটক করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আমার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রাত তিনটার দিকে সদর উপজেলার তেরঘরিয়া ওৎ পেতে থাকি। এ সময় মাদক ব্যবসায়ীর ওই রাস্তা দিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজা নিয়ে মেহেরপুর শহরের দিকে আসার সময় তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়।

এসময় মাদক ব্যবসায়ীরা পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদেরকে আটক করে। তাদের নিকট থেকে ৯৭ বোতল ফেন্সিডিল এবং ১ কেজি গাঁজা সহ সাব্বির হোসেন ও নাজমুল শাহাদাত শুভকে আটক করে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের বিরুদ্ধে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শনিবার তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৩ ডাকাত সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব- সাহারবাটি সড়কে হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেনকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৩ আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আসামিদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ৮ থেকে ৯টি মামলা রয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ সুপার বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আমলা, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর ও সাহারবাটিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার জামালপুর মধ্যপাড়ার রব্বান মন্ডলের ছেলে রবিউল ইসলাম (৩৮), মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের মৃত ফকির মন্ডলের ছেলে মোহাম্মদ নাজির হোসেন (৫৩) ও একই উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে দুলাল আলী (৩৫)।

তিনি বলেন, গাংনী থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইউনিট যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ডাকাতি মামলার এই আসামীদের গ্রেফতার করে। আসামিদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ৮ থেকে ৯টি করে মামলা রয়েছে।

তাদের কাছে থেকে ডাকাতি হওয়া মোটরসাইকেল ও ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত ২ দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া, বাঁশের লাঠি, ও দঁড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ডাকাতির ঘটনার সাথে জড়িত অন্য সদস্যদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানান পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম। গ্রেফতারকৃতরা বিজ্ঞ আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দীতে দিতে স্বীকারোক্তি জানিয়েছেন। তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্বিক) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকসহ পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৮ রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেন ও তার বন্ধু লাভলু সাহারবাটি থেকে গাড়াডোব বাজারে যাওয়ার পথে হোগলডাঙ্গা মাঠ নামক স্থানে পৌঁছালে একদল ডাকাত তাদের পথ গতিরোধ করে তাদের হাত পা ও মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে মোটরসাইকেল নগদ টাকা মোবাইল ফোন নিয়ে চলে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় সাদ্দাম হোসেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

গাংনীতে পৃথক অভিযানে হেরোইন বিক্রেতাসহ ৩ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বেনাগাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ বাবর আলী (৪৫) নামের এক মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দিবাগত রাতে গাংনী থানার এস আই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক বাবর আলী গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মুত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বেনাবাড়িয়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম অভিযান পরিচালনা করিয়া জিআর মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত ও নিয়মিত মামলার একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের বাধায় বিএনপির ইউনিয়ন পদযাত্রা পন্ড

বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদ যাত্রা কর্মসুচী পালন করেছেন কোটচাঁদপুর বিএনপি।

শনিবার বিকেল ৩ টার সময় এ কমর্সুচী পালন করেন দলটি। পদযাত্রায় পুলিশ বাধা দিয়েছেন এমন অভিযোগ নেতা-কর্মীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসুচীর অংশ হিসেবে কোটচাঁদপুরেও বিএনপি ইউনিয়ন পদযাত্রা কর্মসুচীর আয়োজন করেন। এরমধ্যে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর ইউনিয়নের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল,দোড়া ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন,কুশনায় ছিলেন বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল,বলুহরে ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস ও এলাঙ্গীর পদযাত্রায় ছিলেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

এ কর্মসুচী সফল করতে প্রতিটি ইউনিয়নে নির্ধারিত স্থানে দলীয় নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। এরপর বিকেল ৩ টার সময় শুরু হয় ইউনিয়ন পদযাত্রা। এ সময় পুলিশের বাধায় পন্ড হয় পদযাত্রা। পরে নেতা-কর্মীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন,নেতা-কর্মীরা পদযাত্রা কর্মসুচী পালনের জন্য জড়ো হয়। এরপর পদযাত্রা শুরু হয়। নেতা-কর্মীরা কিছু দুর যাবার পর পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। পরে ওখানেই সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করা হয়।

একই কথা বলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন। তিনি বলেন,আওয়ামীলীগরা দলীয় মিছিল নিয়ে ইউনিয়নে শান্তি সমাবেশ যোগ দিলে সমস্যা নাই। আমরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে শান্তি পূর্ণ পদযাত্রা কর্মসুচী পালন করছিলাম। সেখানে পুলিশ বাধা দিয়েছেন। পন্ড করেছেন পদযাত্রা কর্মসুচী।

তবে এলাঙ্গী ইউনিয়নে পদযাত্রা সফল হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, আমরা ইউনিয়নে লিফলেট বিতরন করেছি। এরপর পদযাত্রা কর্মসুচীও পালন করেছি। এ ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসুচী সফল হয়েছে। পদযাত্রা শেষে ফাজিলপুর বাজারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মেহেরপুরে ১২ বারের মত সফল পুলিশ কর্মকর্তা শাকিল

মেহেরপুর সদর থানার এ এস আই শাকিল হোসেন ১২ বারের মত শ্রেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনস ড্রিল শেডে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা শেষে পুলিশ সুপার তার হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনসহ পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এএসআই শাকিল সহ জেলায় কর্মরত বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।